হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ): ইসলামের অপারাজেয় বীরসেনানী



সংগৃহীত ছবি

ইতিহাসের ভাঁজে যাদের নাম অমর হয়ে থাকে, তাদের কীর্তি শুধু মাটির সীমান্তে বাঁধা থাকে না; তা ছড়িয়ে পড়ে মানসপটের আকাশে, কাল-ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে। ঠিক তেমনি এক নাম—হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)। নবী করিম (সাঃ) যিনি নিজ হাতে যাঁকে "সাইফুল্লাহ"—'আল্লাহর তরবারি' নামে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেই তরবারি শুধু শত্রুর বুক বিদীর্ণ করেনি, বরং যুদ্ধনীতি, নেতৃত্ব এবং ন্যায়নীতির এক আলোকবর্তিকা হয়ে আজও সমুজ্জ্বল।

প্রারম্ভিক জীবন ও ইসলাম গ্রহণ

মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্ম নেওয়া খালিদ (রাঃ) ছিলেন স্বজাতির গর্বিত বীর, যার তরবারি উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে কঠিন অবস্থায় পতিত করেছিলো। অথচ সেই অপারেজয় তরবারিই পরিণত হয় ইসলামের মহান বিজয় অভিযাত্রার প্রধান হাতিয়ার। উহুদের রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন ইসলামবিদ্বেষের প্রতীক; কিন্তু অন্তরাত্মার অন্তঃস্থলে সত্যের আহ্বান যখন ধ্বনিত হলো, তখন তিনি বেছে নিলেন ইসলামের আলো। ৮ম হিজরিতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় ইসলামের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

মুতাহ যুদ্ধ: হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) কতৃক 'সাইফুল্লাহ' উপাধি

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ, বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াসের শাসনকাল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি ঐতিহাসিক চিঠি প্রেরণ করেন। সেই পত্র বহনকারী দূত যখন লেভান্টের মুতা গ্রামের নিকটে পৌঁছান, ঘাসানিদ আরবরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কূটনৈতিক দূত হত্যা সব যুগেই যুদ্ধ ঘোষণার কারণ। মহানবী (সাঃ) ৩ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে মুতায় অভিযানের নির্দেশ দেন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন যায়িদ বিন হারিসাহ (রাঃ)।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস ১০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুসলিমদের মোকাবিলায় পাঠান। শুরু হয় এক অসম যুদ্ধ—যেখানে সাহসিকতা আর ঈমানই ছিল মুসলমানদের একমাত্র অস্ত্র।

যুদ্ধে যায়িদ (রাঃ) শহীদ হলে জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) সেনাপতির দায়িত্ব নেন। তিনি দুই হাত হারিয়ে শহীদ হন। এরপর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও তিনিও শাহাদতের অমর গৌরবে শামিল হন।

শেষ পর্যন্ত সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর ওপর। তিনি যুদ্ধের ময়দানে একে একে নয়টি তরবারি ভেঙে ফেলেন, দশম তরবারি হাতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুদের ওপর। কিন্তু তিনি দ্রুতই উপলব্ধি করেন—সংখ্যাগত দিক থেকে এ যুদ্ধ বিজয়ের নয়; বরং কৌশলগতভাবে সম্মানজনকভাবে বাহিনীকে রক্ষা করার লড়াই।

খালিদ (রাঃ) তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা দিয়ে রণকৌশল পরিবর্তন করেন। সেনাবাহিনীকে রাতারাতি পুনর্বিন্যাস, মরুভূমির বালুকায় ঘোড়ার লেজে খেজুরপাতা টেনে ধুলিঝড় সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করেন, যেন নতুন বাহিনী এসে পৌঁছেছে। এই কৌশলে বাইজেন্টাইন বাহিনী ধাক্কা খেয়ে পশ্চাদপসরণ করে। নিশ্চিত পরাজয় থেকে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন খালিদ (রাঃ)।

মদিনায় ফিরে এসে যখন এই সংবাদ মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছায়, তিনি খালিদের বীরত্বে আপ্লুত হয়ে বলেন— "আজ আল্লাহর তরবারি যুদ্ধের হাল ধরেছে।"

সেই দিন থেকেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত হন "সাইফুল্লাহ আল-মাসলুল"—আল্লাহর Unsheathed Sword (উন্মুক্ত তরবারি) নামে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ:খালিদ(রাঃ) এর সামরিক কৌশলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তর ইয়ারমুক। একপাশে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের লক্ষাধিক সজ্জিত বাহিনী, অপরপাশে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে অল্পসংখ্যক কিন্তু মনোবলে অটুট মুসলিম সৈন্যদল।কিন্তু খালিদ(রা.) এর যুদ্ধ কৌশলের কাছে পরাজিত হয়েছিল সংখ্যার আধিপত্য।

খালিদ (রা.) জানতেন—এই যুদ্ধ জিততে হলে শত্রুর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাদের পরিকল্পনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে হবে। তাই তিনি গড়ে তুললেন 'চলমান প্রহরী বাহিনী', যারা মুহূর্তে মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা বদলে দিচ্ছিল। শত্রুর প্রবল আক্রমণেও এই বাহিনী ছুটে গিয়ে দুর্বল স্থান গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। তাঁর পশ্চাৎপসরণের অভিনয় (Feigned Retreat) শত্রুকে এমন ফাঁদে ফেলল, যেখান থেকে আর বেরিয়ে আসার পথ ছিল না।

ইয়ারমুকের সেই ছয়দিন যেন ছিল এক জাগ্রত কৌশলবিদ্যার মহোৎসব—যেখানে খালিদের প্রতিটি চাল শত্রুর জন্য মৃত্যু ফাঁদ হয়ে দেখা দিচ্ছিল।

এ বিজয় শুধু একটি ভূখণ্ডের পতাকা পাল্টায়নি, বদলে দিয়েছে ইতিহাসের স্রোত। ইয়ারমুকের ফলশ্রুতিতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যপ্রাচ্যে চিরস্থায়ী পতনের সূচনা হয় এবং ইসলামি সভ্যতার জন্য সিরিয়ার দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

এই যুদ্ধের কৌশল আজও সামরিক বিদ্যায় "কম সংখ্যক সৈন্য দিয়ে কীভাবে পরাশক্তিকে পরাজিত করতে হয়"—তার উজ্জ্বলতম পাঠ।

পশ্চিমা দুনিয়ায় ইয়ারমুককে বলা হয় "The Perfect Battle"—যেখানে সাহস, কৌশল এবং নেতৃত্ব মিলেমিশে ইতিহাসের গতিপথই বদলে দেয়।

পারস্য অভিযান:গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

পারস্যের সাসানিড সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে খালিদ (রাঃ)-এর অভিযানে দেখা যায় তার গেরিলা যুদ্ধকৌশলের অভূতপূর্ব প্রয়োগ। পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি আর নদীর ঘূর্ণিতে তিনি গড়ে

তুলেছিলেন এক "Desert Strike Force", যারা আঘাত হানতো বজ্রপাতের মতো, আবার মিলিয়ে যেতো মরুর দিগন্তে। আল-ওলাজা, আল-মুদাইক, আল-যারাফ—এসব যুদ্ধে খালিদ (রাঃ) তাঁর "Divide and Encircle" কৌশলে পারস্য বাহিনীকে তছনছ করে দেন। ইতিহাসে তাঁর এই পদ্ধতি 'Desert Pincer Movement' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে, যা আজও আধুনিক গেরিলা যুদ্ধনীতির আদর্শ উদাহরণ।

পশ্চিমা সামরিক বিশ্বে খালিদ(রা) এর প্রভাব

খালিদ (রা.)-এর সামরিক কৌশল আজও U.S. Military Academy (West Point), Sandhurst (UK) সহ বিভিন্ন সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "Maneuver Warfare Doctrine" হিসেবে পাঠ্য। J.F.C. Fuller থেকে শুরু করে Liddell Hart পর্যন্ত সকল বিখ্যাত সামরিক চিন্তাবিদরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন—খালিদ (রাঃ) শুধুমাত্র মরু যোদ্ধা নন, বরং তিনি ছিলেন “The Architect of Mobile Desert Warfare”। বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম জেনারেল Erwin Rommel, Lawrence of Arabia এর মতো আধুনিক সামরিক ব্যক্তিত্বরাও তাঁর কৌশল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

নেতৃত্বের দর্শন: বিনয়, দূরদর্শিতা ও মানবিকতার সমন্বয়

খালিদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রকৃত সৌন্দর্য ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীরে। তিনি সৈনিকদের মাঝে ছিলেন বন্ধুর মতো, আবার যুদ্ধে ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলার প্রতীক। যুদ্ধের ময়দানে যেখানে অন্যরা আত্মগর্বে গর্বিত, সেখানে খালিদ (রাঃ) বলতেন—"আমার বিজয় আমার নয়, এটি আল্লাহর ইচ্ছা।" সৈনিকদের প্রতি তাঁর স্নেহ, মাঠে-ঘাটে তাঁদের সাথে থাকা, তাঁদের ক্লান্তি ভাগ করে নেওয়া তাঁকে এক মহানায়কে পরিণত করেছিল, যিনি সম্মুখ সারির নেতৃত্বের বাস্তব উদাহরণ।

খালিদ (রাঃ)—যিনি ছিলেন কেবল একজন জেনারেল নয়, এক আদর্শের প্রতিমূর্তি

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়—নেতৃত্ব মানে কেবল সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেওয়া নয়; বরং নেতৃত্ব মানে ন্যায়ের পক্ষে অবিচল থাকা, সততার সাথে পথ চলা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা রেখে জীবন পরিচালনা করা। তিনি এক তরবারি, যার ধার সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে, সাহস যোগায়, শিক্ষা দেয়—কীভাবে আদর্শকে ধারণ করে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে যেতে হয়।

LENS ASIA